PRUDENTIAL REGULATIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS

DECEMBER 2011

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

সূচীপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/ স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তর সম্পর্কিত নীতিমালা 4
মূলধন সম্পর্কিত নীতিমালা 7
মূলধন পর্যাপ্ততা ঃ 8
আইপিও (IPO) ইস্যু ঃ 9
কর্পোরেট সুশাসন সম্পর্কিত নীতিমালা 10
কর্পোরেট সুশাসন (Corporate Governance) ঃ 11
পরিচালক সম্পর্কিত নীতিমালা 16
পরিচালক নিয়োগঃ 17
বিকল্প পরিচালক নিয়োগ ঃ 19
নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা 20
বৃহদাঙ্ক ঋণ/লীজ সম্পর্কিত নীতিমালা 26
শ্রেণীকরণ ও সংস্থান সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা 28
পুনঃতফসিলীকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা 34
অবলোপন সম্পর্কিত নীতিমালা 36
সিআইবি রিপোর্ট সম্পর্কিত নীতিমালা 38
নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ (CRR) ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) সম্পর্কিত নীতিমালা 40
কল মানি সম্পর্কিত নীতিমালা 42
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) সম্পর্কিত নীতিমালা 44
অন্যান্য নীতিমালা 46

Prudential Regulations for Financial Institutions

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (NBFI) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাহের ন্যায় অ-ব্যাংকিং আর্থিক খাতের জন্যও একটি স্বচ্ছ মনিটরিং ও কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে যা দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব মন্দার সময়ে বাংলাদেশের আর্থিক খাত সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ জারির পূর্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ এর আওতায় তালিকাভুক্ত হতো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূকে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর Chapter V এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতো। পরবর্তীতে, ব্যাংক-কোম্পানী হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পৃথক ও সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ১৯৯৩ সালে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ ও সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/গাইডলাইন ও নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। নীতিমালাসমূহ সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন/পরিবর্তন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার জন্য সময়ে সময়ে জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/গাইডলাইন/নীতিমালার সংক্ষিপ্তসার এতদ্বারা একীভূত করা হলো।

উল্লেখ্য, উক্ত Prudential Regulations বিভিন্ন নীতি-নির্দেশনার সংক্ষিপ্তসার মাত্র। উক্ত Prudential Regulations সূত্র হিসেবে ব্যবহার যথাযথ হবে না। এক্ষেত্রে মূল সূত্র ব্যবহার যথাযথ হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/ স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তর সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ২৮ জুন, ২০১০।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ৭(১) ধারার বিধান অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা বা অফিস স্থাপন ও স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন শাখা/অফিস স্থাপন ও স্থানান্তরের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর ৭ ধারায় বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক ফরম-৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করবে।

(ক) প্রধান কার্যালয় ও শাখা/বুথ সম্প্রসারণ ঃ

১. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ যথাসম্ভব একই স্থাপনায় করতে হবে। কোন বিশেষ কারণে প্রধান কার্যালয়ের সম্প্রসারণ একই স্থাপনায় সম্ভব না হলে উক্ত সম্প্রসারণ নিকটতম দূরত্বে করতে হবে। তবে IT Backup/Data Centre, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও গোডাউন ব্যতীত এই সম্প্রসারণ দুইয়ের অধিক ভিন্ন স্থানে হবে না।

২. সাধারণভাবে বুথ খোলাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। বিশেষ যৌক্তিক কারণে বুথ খোলার অনুমোদন দেয়া হলেও ১টি শাখার আওতায় কোন অবস্থাতেই ২টির অধিক হবে না।

৩. শাখা/বুথ এর সম্প্রসারণ একই স্থাপনায় করতে হবে।

(খ) শাখা/বুথ স্থাপন ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর ৭ ধারায় বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক ফরম-৩ বা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শাখা/বুথ স্থাপনের জন্য আবেদন করতে হবে।
২. প্রস্তাবিত শাখা/বুথ এর কার্যক্রম আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংঘ-স্মারকে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী অনুযায়ী জনস্বার্থে পরিচালিত হতে হবে।
৩. যে এলাকায় শাখা/বুথ স্থাপন করা হবে ঐ এলাকার ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা শাখা/বুথ পরিচালনার জন্য উপযোগী হতে হবে এবং আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নে লাভজনক হতে হবে।
৪. শাখা/বুথ স্থাপনে আবেদন বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিমবর্ণিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হবে ঃ

ক) মূলধন পর্যাপ্ততাঃ প্রতিষ্ঠানটির মূলধন পর্যাপ্ততা থাকতে হবে এবং কোন মূলধন ঘাটতি থাকতে পারবে না। এক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের আইপিও ইস্যুর বিষয়ও বিবেচনা করা হবে।

খ) উপার্জন ক্ষমতাঃ আবেদন করার পূর্ববর্তী ০৩ বছরে প্রতিষ্ঠানটির কর-পরবর্তী মুনাফা (নিরীক্ষিত) গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকতে হবে।

গ) সম্পদের মানঃ আবেদনের তারিখ হতে পূর্ববর্তী ০১(এক) বছরে প্রেরিত শ্রেণীকরণ বিবরণী (ত্রৈমাসিক) অনুযায়ী ঋণ/লীজ সম্পদের শ্রেণীকরণের হার সাধারণভাবে ১০% এর অধিক হবে না এবং আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোন প্রভিশন ঘাটতি থাকতে পারবে না।

ঘ) আর্থিক মূল্যায়নঃ সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

ঙ) অন্যান্যঃ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ঋণ তথ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় গ্রহণযোগ্য/সন্তোষজনক বিবেচিত হতে হবে।

৫. নতুন শাখা স্থাপনের অনুমোদনের জন্য ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শাখা সংখ্যার অনুপাত ২ঃ১ হতে হবে (অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় অবস্থিত ২টি শাখার বিপরীতে ১টি শাখা ঢাকার বাইরে থাকতে হবে)।

৬. প্রস্তাবিত নতুন শাখার ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবশ্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক/বীমা অথবা অন্য কোন ঋণপ্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে ০৩(তিন) বছরের বাস্তব কর্মঅভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কোন একটি শাখার অধীনে এবং উক্ত শাখার আওতাধীন এলাকায় এসএমই, কৃষি ও নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ/লীজ সহায়তা ও প্রাধিকার খাতে ঋণ/লীজ প্রদান, বিতরণকৃত ঋণ/লীজের কিস্তি আদায় এবং অন্যান্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বুথ স্থাপন করা যাবে।

৮. যে শাখার অধীনে বুথ স্থাপন করা হবে উক্ত শাখার ব্যবস্থাপকই বুথ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

৯. বুথের সকল (মূল) নথিপত্র শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

১০ কোন শাখার কার্যক্রম ০১(এক) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত শাখার আওতায় কোন বুথ খোলা যাবে না।

(গ) প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ এর স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে।
২. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভাড়াকৃত ভবনের মালিকানার সাথে আবেদনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির কোন পরিচালকের/প্রধান নির্বাহীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না।
৩. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভবনের ভাড়া বাজার ভিত্তিক হতে হবে।
৪. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যয় সীমিত পর্যায়ে থাকতে হবে।
৫. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের অনাপত্তি প্রদানের পূর্বে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য/উপাত্তের সঠিকতা সরেজমিনে যাচাই করা হবে।
৬. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের বাইরে শাখা খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে অত্র নীতিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।
৭. নতুন শাখা/বুথ স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন দেয়ার ০৩(তিন) মাসের মধ্যে এবং স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে অনুমতিপত্র/লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণ/স্থানান্তর এবং শাখা/বুথ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও স্থানান্তরের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ 'শাখা' বলতে শাখা বা অফিস এবং **'বুথ'** বলতে বুথ, কেন্দ্র বা অন্য যে নামেই অভিহিত করা হোক, বুঝাবে।

মূলধন সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান ৪ (প্রজ্ঞাপন নং- ডিএফআইএম(পি)১০৫২-প্রজ্ঞা/৩৭, তারিখ ৯ শ্রাবণ ১৪১৮/২৪ জুলাই ২০১১),

২. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৫, তারিখ ২৪ জুলাই ২০১১,

৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ৩০ এপ্রিল, ২০০৫,

৪. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৪, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০১১।

মূলধন পর্যাপ্ততা ঃ[১]

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর দফা ৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে । বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) এর পরিমাণ ১০০ (একশত) কোটি টাকা। তবে, পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল এর পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃর্ক সময় সময় নির্ধারিত সম্পদের ঝুঁকি-ভিত্তিক ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন অপেক্ষা কম হবে না। বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।

২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের ঘাটতি, যদি থাকে, পূরণে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয়ঃ

(১) পরিশোধিত মূলধনের ঘাটতির অংশ ৩০ জুন ২০১২ তারিখের মধ্যে পূরণ করতে হবে;
(২) পরিশোধিত মূলধন সংগ্রহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইপিও বা রাইট শেয়ার বা বোনাস শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
(৩) পরিশোধিত মূলধন ঘাটতি থাকা অবস্থায় কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নগদে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়নে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের ১০% নির্ধারণ করে "Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline for Financial Institutions" নামক একটি গাইডলাইন জারি করা হয়েছে।[২] ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়নের পরীক্ষামূলক পর্যায়, ২০১০ সাল, অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল নীতিমালা চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে জানুয়ারী ২০১২ হতে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে জারিকৃত Road Map এর ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

[১] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৫, তারিখ ২৪ জুলাই ২০১১,

[২] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৪, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০১১।

আইপিও (IPO) ইস্যু ঃ[৩]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের মূলধনের ৫০% IPO এর মাধ্যমে সংগ্রহ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণীয় ঃ-

১. সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে IPO ইস্যু করতে হবে।

২. যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংঘ-বিধিতে উদ্যোক্তা ও পাবলিক শেয়ারের অনুপাতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে এবং এখনও IPO তে যায়নি, তাদেরকে সংঘ-বিধিতে বর্ণিত অনুপাতে IPO ইস্যু করতে হবে।

৩. যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংঘ-বিধিতে উদ্যোক্তা ও পাবলিক শেয়ারের অনুপাতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত নেই, তাদেরকে নূন্যতম আবশ্যকীয় মূলধনের কমপক্ষে ৫০% IPO ইস্যুর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

৪. যে সকল প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক IPO ইস্যুর পরিমান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তিত থাকবে।

৫. কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান Undistributed Profit বা Retained Earning থেকে বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে, তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে নির্ধারিত পরিমাণ মূলধন IPO ইস্যুর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংঘ-বিধি সংশোধনের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হবে।

৬. কোন Pre IPO Placement করা যাবে না এবং IPO ইস্যুর পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে Credit Rating করতে হবে।

[৩] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ৩০ এপ্রিল, ২০০৫

কর্পোরেট সুশাসন সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭,
২. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৯, তারিখ ০৮ অক্টোবর, ২০০৭,
৩. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ ০৬ জানুয়ারী, ২০০৯,
৪. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১০, তারিখ ২০ এপ্রিল, ২০১০,
৫. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৮, তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০১১,
৬. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০১১।

কর্পোরেট সুশাসন (Corporate Governance) ঃ[৪]

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

ক. কার্যপরিকল্পনা ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) পরিচালন পর্ষদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির Vision/Mission স্থির করবে এবং নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনে বার্ষিক কৌশল-কার্যপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

(২) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য/ব্যর্থতার তুলনামূলক প্রতিবেদন Annual Report এ উল্লেখ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও কৌশল বার্ষিক সাধারন সভায় শেয়ার হোল্ডারদের অবহিত করবে।

(৩) প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ করবে এবং বাৎসরিক/ষান্মসিক মূল্যয়ন করবে।

খ. সহায়ক কমিটি গঠন ঃ

জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পর্ষদের পরিচালকদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি (Executive Committee) গঠন করা যেতে পারে। নির্বাহী কমিটি ও নিরীক্ষা কমিটি (Audit Committee) ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক অন্য কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করা যাবে না।[৫]

গ. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) বার্ষিক বাজেট ও বিধিবদ্ধ আথিক প্রতিবেদনসমূহ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হবে।

(২) বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণী- প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়, ঋণ/লীজ বিবরণী, তারল্য সংস্থান, মূলধন পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ, আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ/লীজ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি ত্রিমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে।

(৩) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণোয়ন ও তদানুসারে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন করবে। বাজেট সংকুলান সাপেক্ষে বিভিন্ন সীমার মধ্যে ব্যয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর অর্পণ করবে। তবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জমি, ভবন বা স্থাপনা ক্রয়/নির্মাণ ও যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্ষদের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে।

(৪) ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হতে গ্রুপ গঠন করে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যেতে পারে।[৬]

---

[৪] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৭, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭,

[৫] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৮, তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০১১।

[৬] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং- ০৯, তারিখ ০৮ অক্টোবর, ২০০৭

ঘ. ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ণ, ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ, নিয়মিত আদায় ও মনিটরিং-সম্পর্কে নীতিমালা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে এবং নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা সুর্নিদিষ্টভাবে বন্টন করবে এবং অনুরূপ বন্টনের ক্ষেত্রে ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা যথাসম্ভব প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের উপর বাধ্যনীয় হবে।

(২) কোন পরিচালকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন না। কোন পরিচালকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষেত্রে পর্ষদ সভায় ঐ পরিচালককে মতামত প্রদান হতে বিরত থাকতে হবে।

(৩) কোন সিন্ডিকেটেড ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ এবং বৃহদাংক ঋণ/লীজ/বিনিয়োগ প্রস্তাব অবশ্যই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঙ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

"Core Risk Management Guideline"-এর আলোকে প্রণীত "Risk Management Guideline" সমূহ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।

চ. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ব্যবস্থাপনা ঃ

পর্ষদ অনুমোদিত একটি নিয়মিত নিরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটির উপস্থাপিত প্রতিপাদন পর্ষদ সভায় পর্যালোচনা করবে।

১) নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ[৭]

(ক) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি উপযুক্ত পরিপালন কৃষ্টি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে কিনা এবং কর্মকর্তাগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিনা এবং তাদের কাজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা কমিটি মূল্যায়ন করবে;

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারাইজেশন ব্যবস্থা এবং এর ব্যবহারসহ একটি উপযুওক্র ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থা নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষকগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল/কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে সময়ে সময়ে প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা কমিটি বিবেচনা করবে;

(৪) কার্যকর নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে;

[৭] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ২৬ অক্টোবর ২০১১।

(৫) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষকগণ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদঘাটিত জাল-জালিয়াতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দূর্বলতা অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিকরণ ও গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক নিয়মিতভাবে পর্ষদকে অবহিত করবে ।

(খ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ ঃ

(১) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে কিনা এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত নীতি ও পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করে দেখবে;

(২) আর্থিক বিবরণীসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে বহিঃনিরীক্ষকগণ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরীক্ষা কমিটি মতবিনিময় করবে;

(৩) সাধারণ সভায় হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ে প্রশ্নের জবাব প্রদানের লক্ষ্যে নিরীক্ষা কমিটির সভাপতি উপস্থিত থাকবেন ।

(গ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ

(১) পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করবে এবং কোনো অন্যায্য বাধা বা সীমাবদ্ধ তা যেন নিরীক্ষা কার্যএক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবে;

(২) কমিটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই করে দেখবে;

(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়মাদি দূরীভূতকরণের ব্যাপারে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনায় তাদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিবেচনা করছেন কিনা তাও নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করবে;

(৪) হিসাবায়ন নীতিমালা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কমিটি পর্ষদে সুপারিশ পেশ করবে ।

(ঘ) বহিঃনিরীক্ষণ ঃ

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বহিঃনিরীক্ষকগণের সম্পাদিত নিরীক্ষণ কার্যএক্রম ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে;

(২) বহিঃনিরীক্ষকগণের দ্বারা উদঘাটিত অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরিচালনায় তাদের পর্যবেক্ষণ/প্রণীত সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বিবেচনা করছেন কিনা তা নিরীক্ষা কমিটি যাচাই করবে;

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষণ কার্যএক্রম পরিচালনার জন্য বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কমিটি পর্ষদে সুপারিশ পেশ করবে ।

(ঙ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা) কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা কমিটি পর্যালোচনা করবে ।

(চ) বিবিধ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদঘাটিত ভুল-ত্রুটি, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে কমিটি ত্রৈঊমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে;

(২) কমিটি পর্ষদ কর্তৃক যাচিত অন্যান্য তত্ত্বাবধান কার্যএক্রম করবে এবং নিয়মিতভাবে কমিটির স্বীয় দক্ষতার মূল্যায়ন করবে;

(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে রিপোর্ট করার পাশাপাশি নিরীক্ষা কমিটিকে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবে ।

২) সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(ক) নিরীক্ষা কমিটি ৫(পাঁচ) জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত হবে, তন্মধ্যে ১(এক) জন সভাপতি হবেন;

(খ) কমিটির সদস্যগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হবেন;

(গ) কমিটির সদস্যগণ প্রতি ৩(তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন;

(ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোম্পানী-সচিব নিরীক্ষা কমিটির সচিব হবেন ।

৩) কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা ঃ

(ক) কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সততা, নিষ্ঠা ও কমিটির কাজে তাঁর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

(খ) কমিটির কার্যক্রমে ফলপ্রসু ও কার্যকর অবদান রাখতে পারেন এমন পরিচালকগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যেতে পারে;

(গ) কমিটির সদস্যগণকে সাধারণভাবে অর্থায়ন ব্যবসা, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং বিবিধ ঝুঁকিসহ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে ।

৪) কমিটির সভা আহ্বান ঃ

(ক) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪ টি এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(খ) কমিটি প্রয়োজনবোধে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যএক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করতে পারবে;

(গ) অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষকগণকে কমিটি কর্তৃক যাচিত বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে;

(ঘ) কমিটির সদস্যগণ যাতে প্রতি সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় পূর্বেই সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) কমিটির সকল সুপারিশ/পর্যবেক্ষণ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(চ) কমিটির সভার কার্যবিবরণী সভানুষ্ঠানের পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে ।

ছ. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরীবিধি পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে। অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট বা হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। শুধু প্রধান নির্বাহী/ডিএমডি/জিএম বা সমতুল্য পদের নিয়োগ ও পদোন্নতি এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরিবিধি অনুসরণ সাপেক্ষে পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। অন্যান্য নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত নির্বাচনী কমিটিগুলোতে পর্ষদের কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না।

জ. প্রধান নির্বাহী নিয়োগ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে পর্ষদ একজন উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করবে এবং তাঁর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি র প্রস্তাব অনুমোদন করবে।

ঝ. চেয়ারম্যানকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সুবিধা অনুমোদন ঃ

চেয়ারম্যানের অনুকূলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক স্বার্থে অফিস কক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সহকারী/সচিব, অফিসে একটি টেলিফোন ও একটি গাড়ী প্রদান করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২. চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

ক. কোন নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার না থাকায় চেয়ারম্যান প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

খ. চেয়ারম্যান পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

গ. প্রধান নির্বাহী নিয়োগ ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান সংক্রান্ত কোন প্রস্তাবনা প্রেরণের পত্রে চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করবেন।

৩. প্রধান নির্বাহী দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

ক. পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা মোতাবেক প্রধান নির্বাহী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ব্যবসায়িক কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্ষদের নিকট জবাবদিহি করবেন।

খ. দৈনিক কার্যসম্পাদনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা/সার্কুলার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

গ. ডিএমডি/জিএম বা সমতুল্য পদের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও চাকুরিবিধি অনুসরণ সাপেক্ষে প্রধান নির্বাহী হাতে ন্যস্ত থাকবে। পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বিধিমালার আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ মনোনয়নের বিষয়টিও প্রধান নির্বাহী হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ঘ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকান্ড পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন।

ঙ. ডিএমডি/জিএম বা সমতুর্ল্য পদের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী হাতে ন্যস্ত থাকবে।

চ. বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত কতিপয় নিয়মিত বিবরণী[৮] ব্যতীত নীতি-নির্ধারণী বিষয় ও নির্দেশনা পরিপালন সম্পর্কিত পত্রে তিনি স্বাক্ষর করবেন।

[৮] সার্কুলার নং-০২, তারিখ ০৬ জানুয়ারী, ২০০৯

পরিচালক সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩, ধারা ১৪(১)(চ),
২. এফআইডি সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ২০০১,
৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ০৯ এপ্রিল, ২০০২,
৪. এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১৬ জুন, ২০০২,
৫. এফআইডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০২,
৬. এফআইডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ০১ জুলাই, ২০০৩,
৭. এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩,
৮. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৭ মে, ২০০৯,
৯. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০,
১০. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৬ মে, ২০১০।

পরিচালক নিয়োগঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার/প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ধারণ সীমা[৯] –
  - একই পরিবারের সদস্যগণ এককভাবে বা যৌথভাবে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করতে পারবে না।
  - যৌথ উদ্যোগে (দেশী ও বিদেশী অর্থায়নে) প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে এককভাবে অথবা যৌথভাবে (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) অথবা উভয়ভাবে শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ২৫%।
  - শেয়ারহোল্ডারদের এককভাবে বা যৌথভাবে বা উভয়ভাবে মোট শেয়ারের ১% বা ততোধিক শেয়ার ধারণ করছেন এরূপ শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের পরিমাণসহ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।[১০]
  - আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের হালনাগাদ একটি তালিকা অন্যান্য ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হয় এবং নিজ নিজ ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করতে হয় এবং নতুন পরিচালক নিযুক্ত বা অব্যাহতির পর একইভাবে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ ও ওয়েব-সাইট হালনাগাদ করতে হয়।[১১]
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।[১২]
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ[১৩] –
  - আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদেরকে প্রদেয় ঋণ সুবিধাদি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং ব্যালেন্সশীটে উল্লেখিত হতে হবে। এই ঋণের মোট পরিমাণ পরিচালকদের মোট পরিশোধিত শেয়ার মুলধনের ৫০% এর অধিক হবে না।
  - ইতোমধ্যে প্রদত্ত ঋণের মোট পরিমাণ পরিচালকদের মোট পরিশোধিত শেয়ার মুলধনের ৫০% এর অধিক হলে তা অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৫০% এর অধিক ঋণ সুবিধার নবায়ন বা মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।
  - মুদারাবা বা মুশারাকা ইত্যাদি ধরণের ঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালকের অনুকূলে প্রদান করা যাবে না।
  - কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান বা কোনো ঋণের সহায়ক জামানত বা নিশ্চয়তা প্রদান উক্ত প্রতিষ্ঠান/ঋণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের স্বার্থ জড়িত আছে বলে গণ্য করা হবে।

[৯] এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১৬ জুন, ২০০২,

[১০] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ০৯ এপ্রিল, ২০০২,

[১১] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৬ মে, ২০১০,

১২ এফআইডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০২,

[১৩] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৭ মে, ২০০৯ ।

- কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যে পরিমাণ শেয়ার ধারণ করবেন উক্ত কোম্পানীর সেই অনুপাতে ঋণ পরিচালকের দায় হিসাবে গণ্য হবে।

- ঋণের বিপরীতে পরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অঙ্কের গ্যারান্টি প্রদান করা হলে পরিচালকদের দায় ঐ পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকবে।

- পরিচালক বলতে পরিচালকের স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, পত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ, শ্বশুর ও শাশুড়িকেও বুঝাবে।[১৪]

o আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "খেলাপী" ঋণ/লীজ গ্রহীতা হিসাবে গণ্য হলে তাকে পরিচালক পদ হতে অপসারণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিমরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে[১৫]ঃ

(ক) ঋণ/লীজ খেলাপী পরিচালককে নোটিশ ইস্যুর নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ/লীজ/আর্থিক সুবিধার ধরণ, মোট বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য উল্লেখসহ একটি নোটিশ প্রস্তুত করতে হবে এবং নোটিশে ইহা ইস্যুর প্রেক্ষাপটও বর্ণনা করতে হবে;

(খ) ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ধরণের নোটিশ প্রস্তুতপূর্বক তা বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিবের মাধ্যমে খেলাপী পরিচালকের প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ গ্রহণপূর্বক তাকে নোটিশ ইস্যু করবে;

(গ) নোটিশ প্রাপ্তির ২(দুই) মাসের মধ্যে অনাদায়ী ঋণ/অগ্রীম/লীজ পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার পরিচালক পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে;

(ঘ) নোটিশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার কোন বক্তব্য থাকলে ঐরূপ বক্তব্য লিখিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন এবং উহার একটি অনুলিপি নোটিশ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও প্রেরণ করবেন;

(ঙ) এ ধরণের বক্তব্য প্রাপ্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

(চ) এরূপ কারণে কোন পরিচালকের পদ শূন্য হলে, সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধের তারিখ হতে ১(এক) বছরের মধ্যে উক্ত পরিচালক কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক হতে পারবেন না।

(ছ) পরিচালক ও পরিচালকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/লীজ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

o আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ সভা, পর্ষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাহী কমিটি এবং নিরীক্ষা কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানীর ঊর্ধ্বসীমা ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)।[১৬]

[১৪] আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩, ধারা ১৪(১)(চ)

[১৫] এফআইডি সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ২০০১, এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

[১৬] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০

বিকল্প পরিচালক নিয়োগ ঃ[১৭]

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারার বিধান পরিপালন সাপেক্ষে অন্যান্য কোম্পানীর ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেও মূল পরিচালকের কেবলমাত্র বিদেশে অন্যূন ৩(তিন) মাস নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থানজনিত অনুপস্থিতির বিপরীতে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিকল্প পরিচালক নিয়োগের নীতিমালা ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারা যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে মূল পরিচালকের বিদেশ গমন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে। এর কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট আর্থিকপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরে আনবেন।

২. কোম্পানী আইন-এর বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের অনুলিপি উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে মূল পরিচালকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে এবং তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে তা তারিখসহ জানাতে হবে।

৩. কোন খেলাপী ঋণগ্রহীতা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ২৫ ধারার বিধান অনুযায়ী বা অন্য কোন আইন, বিধি-বিধান বা নির্দেশবলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

৪. বিকল্প পরিচালক নিয়োগ যেহেতু সাময়িক ব্যবস্থা, সেহেতু বিকল্প পরিচালককে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোন কমিটিতে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

৫. বিকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনকালে বিকল্প পরিচালকের নিজের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনরূপ ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না, পূর্বে প্রদত্ত ঋণসুবিধার মেয়াদ বা সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না কিংবা কোন মওকুফ বা সুদারোপ রহিতকরণ সুবিধা নেয়া যাবে না। তাছাড়া, আইন, বিধি বা নির্দেশনাবলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের জন্য প্রযোজ্য সকল নিষেধাজ্ঞা মেয়াদকালীন সময়ে বিকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৬. উপরোক্ত নির্দেশাবলী পরিচালনক পর্ষদের সকল সদস্যের অবগতির জন্য পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

[১৭] এফআইডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ০১ জুলাই, ২০০৩

নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা

(প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা/বিদেশী নাগরিক ও বহিঃনিরীক্ষক)

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ০২ মার্চ, ১৯৯৯,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-১০, তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ২০০২,
৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৫,
৪. এফআইডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬,
৫. এফআইডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ১১ জুলাই, ২০০৭,
৬. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ২৯ এপ্রিল, ২০০৮,
৭. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১২, তারিখ ১৮ মে, ২০১০।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা নিয়োগ ঃ[১৮]

১. চারিত্রিক সংহতি ঃ- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা পদে নিযুক্তি র ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে-

(ক) তিনি কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডিত হননি;

(খ) তিনি কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘন করেননি;

(গ) তিনি এমন কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না যার নিবন্ধন অথবা লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

(ঘ) তিনি কোন কোম্পানীর চেয়ারম্যান বিংবা পরিচালক কিংবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হননি।

২. অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা ঃ–

(ক) প্রধান নির্বাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং পেশায়/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় কর্মকর্তা হিসাবে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে ১২ বছরের ব্যাংকিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কিংবা সামাাজিক কর্মকান্ডে দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম স্নাতক), পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিবেচনা করতে হবে। অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি র অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে;

(গ) চাকুরীর ক্ষেত্রে উন্নত রেকর্ডের অধিকারী হতে হবে;

(ঘ) তিনি কোন কোম্পানীর চেয়ারম্যান/পরিচালক/কর্মচারী থাকাকালীন স্বীয় পদ হতে বরখাস্ত হলে অযোগ্য বিবেচিত হবেন;

(ঙ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক বা ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন ব্যক্তি অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৩. স্বচ্ছতা ও আর্থিক সংহতি ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা পদে নিযুক্তি র ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে এই মর্মে আরো সন্তুষ্ট হতে হবে যে-

(ক) তিনি ব্যাংকিং কিংবা স্বীয় পেশায় দায়িত্ব পালনকালে কোন অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না;

(খ) তিনি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ বন্ধ করেননি বা পাওনাদারের সাথে আপোষ রফার মাধ্যমে পাওনা আদায় হতে অব্যাহতি লাভ করেননি।

(গ) তিনি কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি;

৪. প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিযুক্তি র পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি র পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত ও নিয়োগের শর্তাবলী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বেতন, ভাতা/অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক পরিচালনা পর্ষদ/বিশেষ/সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের

[১৮] এফআইডি সার্কুলার নং-১০, তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ২০০২

কপিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করে পূর্বানুমতি নিতে হবে। প্রধান নির্বাহীর চাকুরীর মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর, যা পুনঃনিয়োগযোগ্য।[১৯]

৫. সম্পূর্ণ বিদেশী বা দেশী-বিদেশী যৌথ মালিকানাধীন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা বা অন্য কোন পদে বিশেষ কোন কারণে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ অত্যাবশ্যক হলে, সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২জন বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি র যাবতীয় বিবরণ ও নিয়োগের শর্ত ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলপূর্বক পূর্বানুমোদন গ্রহণকরতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যানুমতিপত্র/ছাড়পত্র নিতে হবে।

৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন; এর শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ীভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার, সার্বিক দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ থাকবেন। উক্ত শূন্য পদ একাদিক্রমে ৩ মাসের অধিক শূন্য রাখা যাবে না। এই সময়ের মধ্যে প্রধান নির্বাহীর পদ পূরণ করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করতে পারবে এবং উক্ত কোম্পানী তাঁর বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ খরচ বহন করবে।

৭. প্রধান নির্বাহী বা উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এরূপে নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া পদ হতে বরখাস্ত, অব্যাহতি বা অপসারণ করা যাবে না।

৮. জনস্বার্থে বা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা/প্রধান নির্বাহী বা বিদেশী কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবে।

৯. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা পদে নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণকালে সংশ্লিষ্ট পদে মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও নীতিমালা ঃ[২০]

১. প্রধান নির্বাহীর বেতন-ভাতাদি নিরূপনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, কর্মকান্ডের ব্যাপকতা, ব্যবসার পরিমাণ ও উপার্জন ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি র যোগ্যতা, বয়স ও অভিজ্ঞতা এবং সমপর্যায়ের অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকে অনুরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তি বর্গকে প্রদত্ত বেতন-ভাতাদি বিবেচনায় আনতে হবে।

২. **"মূলবেতন'** ও **"বাড়ীভাড়া'** খাতে প্রত্যক্ষ বেতন এবং **"অন্যান্য'** খাতে ভাতা সম্নয়ে মোট বেতন নিরূপন করতে হবে। অন্যান্য খাতে উল্লিখিত ভাতার *(যেমন:- প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইউটিলিটি বিল, লীভ ফেয়ার অ্যাসিসটেন্স*) সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সীমা থাকবে। এছাড়া প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি *(যেমন:-গাড়ী,জ্বালানী, ড্রাইভার)* যতদূর সম্ভব অর্থমূল্যে রূপান্তরপূর্বক মোট মাসিক বেতন নির্ধারণ করে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত প্রস্তাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রস্তাবে মূলবেতন, বাড়ীভাড়া, উৎসব ভাতা, অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে) খাতে টাকার অংক থাকতে হবে।

৩. চাকুরীর শর্তে উল্লিখিত চাকুরীর মেয়াদকালে বেতন ভাতাদির শর্ত পরিবর্তন করা যাবে না। নবায়নের ক্ষেত্রে কর্ম-উৎকর্ষতার বিবেচনায় বেতন পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা যাবে।

৪. ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি ছাড়া প্রধান নির্বাহী অন্য কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা (যেমন: লভ্যাংশ, কমিশন, ক্লাবের খরচ) ইত্যাদি পাবেন না। তবে, প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে

[১৯] এফআইডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ১১ জুলাই, ২০০৭

[২০] এফআইডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

উৎসাহ বোনাস প্রদান সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য হবেন।[২১]

৫. প্রধান নির্বাহীর অনুকূলে প্রতিষ্ঠান কোন আয়কর প্রদান করবে না অর্থাৎ নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে আয়কর দিতে হবে।
৬. কোন ব্যক্তি র বয়স ৬৫(পয়ষট্টি) বছর অতিক্রান্ত হলে তিনি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

পরামর্শক নিয়োগ ঃ[২২]

বিশেষায়িত কাজের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বোচ্চ ২ বছরের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে যার কার্যপরিধি ও পারিশ্রমিক সুনির্দিষ্ট হবে। কার্যপরিধির বাইরে কোন ধরণের কাজে তার সম্পৃক্ত তা বা ক্ষমতা থাকবে না এবং পারিশ্রমিকের বাইরে অন্য কোন সুযোগ সুবিধা তাকে দেয়া যাবে না। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন প্রাক্ত ন চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা উপদেষ্টাকে পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে না এবং পরামর্শক নিয়োগের ৭ দিনের মধ্যে তার জীবন-বৃত্তান্ত ও কার্যপরিধি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ঃ[২৩]

ক) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শৃঙখলামূলক কেসের কার্যক্রম অনিস্পন্ন অবস্থায় না থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট পদত্যাগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী পদত্যাগপত্র দাখিলের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে গ্রহণীয় হবে এবং আর্থিক দায়-দেনা, যদি থাকে, সম্মতি হওয়া সাপেক্ষে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন।

খ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙখলামূলক কেস বিবেচনাধীন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ০১(এক) মাসের মধ্যে চাকুরী বিধি মোতাবেক কেসটি নিস্পত্তি করতে হবে।

গ) নতুন কর্মস্থলে যোগদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্ববর্তী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র দাখিল আবশ্যক হবে।

ঘ) যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি, জাল-জালিয়াতি, নৈতিকস্খলনজনিত কারণে চাকুরী হতে বরখাস্ত হন, তাহলে তিনি পরবর্তী কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক কোম্পানীর চাকুরীতে নিয়োগের অযোগ্য হবেন।

ঙ) যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কেসের তদন্ত অনিস্পন্ন থাকা অবস্থায় তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানের পর পূর্ববর্তী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কৃত উপরেরঙঘ' ক্রমিকে বর্ণিত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের অবগতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যোগদানকৃত নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংককে

[২১] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১২, তারিখ ১৮ মে, ২০১০

[২২] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ২৯ এপ্রিল, ২০০৮

[২৩] এফআইডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

অনুরোধ করবে। উক্ত অনুরোধ মোতাবেক ৩(তিন) সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গৃহীত না হলে অনুরোধ জ্ঞাপনকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

বহিঃ নিরীক্ষকের নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব ঃ[২৪]

ক. বহিঃ নিরীক্ষকের যোগ্যতা ঃ-

১. নির্বাচিত অডিট ফার্মের অন্ততঃ ১জন যোগ্যতা সম্পন্ন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকতে হবে যার দেশে বা বিদেশে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে নিরীক্ষা কাজে অন্যূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। একই নিরীক্ষা ফার্মকে একই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত ৩ বছরের বেশি নিয়োগ করা যাবে না।
২. নির্বাচিত ফার্মের পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্টিকেল ক্লার্ক থাকতে হবে, যাদের অন্তত ৩ জনের ব্যাংক/আথিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. অডিট ফার্মের কোন পার্টনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে নিরীক্ষক হিসেবে উক্ত ফার্ম অযোগ্য বিবেচিত হবে।

খ. বহিঃ নিরীক্ষকের কার্যাবলী ঃ-

বহিঃ নিরীক্ষক নিমবর্ণিত বিষয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অভিমত রাখবেন -

১. আর্থিক প্রতিবেদনে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতি সঠিকভ।বে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা;
২. আর্থিক প্রতিবেদন সাধারণ হিসাব পদ্ধতি অনুসারে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা;
৩. আর্থিক প্রতিবেদন প্রচলিত বিধি ও আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও সাধারন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা;
৪. যেসব লীজ/ঋণ ও আগাম এবং অন্যান্য সম্পদ আদায় সম্পর্কে সন্দেহ আছে সেগুলির বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা;
৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস হতে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ও হিসাবসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও একীভুত করা হয়েছে কিনা;
৬. নিরীক্ষক কর্তৃক প্রার্থিত তথ্য ও ব্যাখ্যা সন্তোষজনক কিনা;
৭. অন্য যে কোন বিষয় যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গোচরীভুত করা উচিত বলে নিরীক্ষক মনে করবেন।

গ. বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ও অভিমত প্রকাশের বিষয়াবলী ঃ-

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সববিষয়ে পর্যাপ্ত কিনা এবং সম্ভ।ব্য জাল জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত কিনা;
২. ঋণ/লীজ মঞ্জুরী ও বিতরণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রচলিত বিধিবিধান অনুসৃত হয়েছে কিনা;
৩. ঋণ/লীজ এর শ্রেণীবিন্যাস, প্রভিশনিং ও স্থগিত সুদ নিরূপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় প্রবর্তিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না;
৪. মূলধন, রিজার্ভ ও নীট সংগতি, নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত কি না;
৫. দায় ও সম্পদের পরিপক্কতার মেয়াদের মধ্যে পারস্পরিক সংগতি আছে কিনা এবং না থাকলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তারল্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে কি না;
৬. মুনাফা স্বীত করার জন্য কোন অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে কি না;
৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়মসমূহ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না;

[২৪] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ০২ মার্চ, ১৯৯৯

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ হতে ইস্যুকৃত সকল নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কি না;
৯. সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নির্দেশাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না;
১০. কর ও শুল্ক আদায় সংক্রান্ত আরোপিত দায়িত্ব ও সরকারী কোষাগারে তা জমা করবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কি না;

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার বিষয়াবলী ঃ-

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর কোন বিধি-বিধান গুরুতরভাবে লংঘিত হয়েছে বা তা পালনে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে।
২. প্রতারণা ও অসততার দরূন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে;
৩. লোকসানের দরূন মূলধন ৫০% এর নীচে নেমে গেলে;
৪. পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্যান্য গুরুতর অনিয়ম হয়েছে অথবা পাওনা পরিশোধের জন্য কোম্পানীর সম্পদ যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে;

ঙ. বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করে অবিলম্বে কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনাকালে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী তা প্রণীত হয়েছে কিনা তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

বৃহদাঙ্ক ঋণ/লীজ সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪ ধারা,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৪ অক্টোবর, ২০০০,
৩. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১।

বৃহদাঙ্ক ঋণ/লীজ ঃ

- কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের ১৫% বা তদূর্ধ্ব ঋণ/লীজ (একক ব্যক্তি/গোষ্ঠী/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে) বৃহদাংক ঋণ/লীজ হিসেবে গণ্য হয়; এক্ষেত্রে পরোক্ষ ঋণ/লীজ সুবিধার ৫০ শতাংশ ঋণসমতুল্য (Credit equivalent) হিসেবে গণ্য হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বৃহদাঙ্ক ঋণ/লীজ সুবিধার বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করে থাকে।[২৫]
- কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন একক ব্যক্তি/গোষ্ঠী/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উহার মূলধনের ৩০% এর অধিক (বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে ১০০ শতাংশের অধিক) বা উহার মোট ঋণ সুবিধার ৫০% বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শতাংশের অধিক ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করবে না[২৬]।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪(গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে বৃহদাঙ্ক ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে[২৭] ঃ
  ১. যে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পাবলিক ইস্যুজ এর পরিমান ৫০ শতাংশ বা ততোধিক সেসকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী 'গোষ্ঠী' বা 'গ্রুপ' এর আওতা বহির্ভুত হবে।
  ২. যে সকল আর্থিক সুবিধার বিপরীতে নগদ অর্থ এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে লিয়েনকৃত ও সহজে নগদায়নযোগ্য জামানত রয়েছে, সেসকল আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে রক্ষিত নগদ অর্থ এবং সহজে নগদায়নযোগ্য জামানত যথাঃ এফডিআর/সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি বাদ দিয়ে নিরূপিত অথবা প্রকৃত ঋণ সুবিধা হিসেবে গণ্য হবে।
  ৩. 'ঋণ সুবিধা' বা 'লীজ সুবিধা' বা ক্ষেত্র বিশেষে 'আর্থিক সুবিধা' সমার্থক বলে বিবেচিত হবে।

[২৫] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১

[২৬] আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪ ধারা

[২৭] এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-৫, তারিখ ৪ অক্টোবর ২০০০।

শ্রেণীকরণ ও সংস্থান সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ ০৩ আগষ্ট, ২০০২,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০০৫,
৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ০৩ মে, ২০০৬,
৪. এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২০ আগষ্ট, ২০০৬।

লীজ, মেয়াদী ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনের নীতিমালা ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লীজ, মেয়াদী ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশন সংরক্ষণ করবে[২৮] এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে[২৯] অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ৩০ জুন, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখ ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পন্ন করার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে এতদসংক্রান্ত বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত সম্পদ লীজ সুবিধা, মেয়াদী ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য ঋণ/সম্পদ এ চার ভাগে বিভক্ত হবে। উক্ত সম্পদসমূহকে ৫(পাঁচ) বছর বা তার কম এবং ৫(পাঁচ) বছরের অধিক সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য এ দু'ভাগে ভাগ করা হবে।

১. **শ্রেনীকরণ ও প্রভিশন সংক্রান্ত সংজ্ঞাসমূহ ঃ**

- কোন লীজ সুবিধা, মেয়াদি ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য ঋণের কোন কিস্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে, অপরিশোধিত কিস্তি বাবদ যে অর্থ পাওনা হবে, ঐ পাওনা অর্থ 'অনাদায়ী কিস্তি' হিসাবে অভিহিত হবে।
- অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য (Time Equivalent of Amount in Arrear)ঃ

$$\text{অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য} = \frac{\{\text{অনাদায়ী টাকার পরিমাণ} * \text{ঘটন সংখ্যা(মাস)}\}}{\text{কিস্তি পরিমাণ}}$$

অথবা,

$$\text{Time Equivalent of Amount in Arrear} = \frac{\{\text{Amount in Arrear} \times \text{Frequency (month)}\}}{\text{Installment size}}$$

- মেয়াদোত্তীর্ণ ঃ
  কিস্তি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধিত না হলে নিম্নোক্ত ভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ/লীজ নির্ধারণ করা হবে ঃ
  ক) অনূর্ধ্ব ৫- বছর লীজ/মেয়াদি ঋণ এর কিস্তি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধ না হলে উক্ত তারিখের পরবর্তী দিবস হতে তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) বলে গণ্য হবে।
  (খ) ৫ বছরের ঊর্ধ্ব লীজ/মেয়াদি ঋণ এর কিস্তি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধিত না হলে এবং অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য (Time Equivalent of Amount in Arrear) ৬ মাস হওয়ার তারিখে তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) বলে গণ্য হবে।
  (গ) অনূর্ধ্ব ৫-বছর গৃহায়ন ঋণের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধিত না হলে এবং অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য (Time Equivalent of Amount in Arrear) ৬ মাস হওয়ার তারিখে তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) বলে গণ্য হবে।
  (ঘ) ৫ বছরের ঊর্ধ্বে গৃহায়ন ঋণের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধিত না হলে এবং অনাদায়ী কিস্তির

[২৮] এফআইডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ ০৩ আগষ্ট, ২০০২

[২৯] এফআইডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০০৫

সময়তুল্য (Time Equivalent of Amount in Arrear) ১২ মাস হওয়ার তারিখে তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) বলে গণ্য হবে।

(ঙ) অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরদিনই তা মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. ঋণ/লীজের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণ ঃ

বিনিয়োগকৃত সম্পদ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে ঃ

(ক) স্ট্যান্ডার্ড (Standard)
(খ) বিশেষ উল্লেখ (Special Mention Account)
(গ) নিম্নমান (Sub-standard)
(ঘ) সন্দেহজনক (Doubtful)
(ঙ) মন্দ/ক্ষতি (Bad/Loss)

বিনিয়োগকৃত সম্পদ (লীজ সুবিধা, মেয়াদি ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য ঋণ) বস্তুগত ও গুণগত মাপকাঠিতে নিম্নরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবেঃ-

- অনাদায়ী লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

বস্তুগত মাপকাঠিতে ৫ (পাঁচ) বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অনাদায়ী লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

অনাদায়ী লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে যদি-

(ক) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৩ (তিন) মাস বা অধিক কিন্তু ৬ (ছয়) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'বিশেষ উল্লেখ' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(খ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৬ (ছয়) মাস বা অধিক কিন্তু ১২ (বার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'নিম্নমান' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(গ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১২ (বার) মাস বা অধিক কিন্তু ১৮ (আঠার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'সন্দেহজনক' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ঘ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১৮ (আঠার) মাস বা তদূর্ধ্ব হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

বস্তুগত মাপকাঠিতে ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

(ক) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৬ (ছয়) মাস বা অধিক কিন্তু ১২ (বার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'বিশেষ উল্লেখ' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(খ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১২ (বার) মাস বা অধিক কিন্তু ১৮ (আঠার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'নিম্নমান' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(গ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১৮ (আঠার) মাস বা অধিক কিন্তু ২৪ (চব্বিশ) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'সন্দেহজনক' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ঘ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ২৪ (চব্বিশ) মাস বা তদূর্ধ্ব হয় তবে সম্পূর্ণ লীজ/মেয়াদি ঋণ সুবিধাটি 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

- অনাদায়ী গৃহায়ন ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

বস্তুগত মাপকাঠিতে ৫ (পাঁচ) বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অনাদায়ী গৃহায়ন ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

অনাদায়ী গৃহায়ন ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে যদি-

(ক) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৯ (নয়) মাস বা অধিক কিন্তু ১২ (বার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'বিশেষ উল্লেখ' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(খ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১২ (বার) মাস বা অধিক কিন্তু ১৮ (আঠার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'নিম্নমান' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(গ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১৮ (আঠার) মাস বা অধিক কিন্তু ২৪ (চব্বিশ) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'সন্দেহজনক' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ঘ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ২৪ (চব্বিশ) মাস বা তদূর্ধ্ব হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

বস্তুগত মাপকাঠিতে ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য অনাদায়ী গৃহায়ন ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাসঃ

অনাদায়ী গৃহায়ন ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে যদি-

(ক) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৯ (নয়) মাস বা অধিক কিন্তু ১৮ (আঠার) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'বিশেষ উল্লেখ' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(খ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ১৮ (আঠার) মাস বা অধিক কিন্তু ২৪ (চব্বিশ) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'নিম্নমান' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(গ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ২৪ (চব্বিশ) মাস বা অধিক কিন্তু ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের কম হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'সন্দেহজনক' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ঘ) অনাদায়ী কিস্তির সময়তুল্য ৩৬ (ছত্রিশ) মাস বা তদূর্ধ্ব হয় তবে সম্পূর্ণ গৃহায়ন ঋণ সুবিধাটি 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

৩. গুণগত মাপকাঠিতে লীজ, মেয়াদি ঋণ, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য ঋণের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

সার্বিকভাবে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে গুণগতমানের ভিত্তিতে ঋণের শ্রেণীবিন্যাস হবে। গুণগত বিচারে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচিত হবে ঃ সাধারণ ঝুঁকির থেকে বেশি ঝুঁকি যা প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা থেকে উদ্ভব হয়েছে (যেমন ঋণ গ্রহীতার মূলধনের একাংশের লোকসান হেতু), ঋণ গ্রহীতার অসন্তোষজনক আর্থিক কার্যক্রম (ঋণ গ্রহীতার আয় ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট নয়) অথবা জামানতের অপর্যাপ্ততা (জামানতের মূল্য যখন ঋণ স্থিতির পরিমাণের চেয়ে কম), অথবা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত প্রতিকূল অবস্থা থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতি ইত্যাদি। গুণগত মাপকাঠির ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে কি হয়নি তা বিবেচ্য নয়। কোন লীজ সুবিধা/মেয়াদি ঋণ/গৃহায়ন ঋণ অন্যান্য ঋণ প্রাথমিক পরিশোধের পর অপরিশোধিত সর্বশেষ কিস্তি/ কিস্তিসমূহের পরিমাণ সময়তুল্যের মাপকাঠিতে সঠিক শ্রেণীকরণ অসুবিধাজনক হলে উক্ত অনাদায়ী কিস্তি/কিস্তিসমূহকে ভিত্তি তারিখে গুণগত মানদণ্ডে শ্রেণীকরণ করতে হবে।

বস্তুগত ও গুণগত মাপকাঠিতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই বিনিয়োগকৃত লীজ/ঋণ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস করবে। কখনও বিরাজিত অবস্থার অনুকূলে পরিবর্তন ঘটলে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকৃত লীজ সুবিধা/মেয়াদি ঋণ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য ঋণ বিশ্রেণীকৃত করতে পারবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল কর্তৃক শ্রেণীবিন্যাসই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল কর্তৃক গুণগত বিচারে কোন লীজ/ঋণ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য সম্পদ শ্রেণীকৃত হলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিশ্রেণীকরণ করা যাবে না।

ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার শ্রেণীবিন্যাস ঃ

ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার বিপরীতে পাওনা উহা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার (একাধিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হলে সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা) মধ্যে পরিশোধিত/নবায়িত না হলে নির্ধারিত সময়সীমার পরদিন হতে ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৯ মাসের কম অনুরূপ অবস্তায় থাকলে 'নিম্নমান', ০৯ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ মাসের কম অনুরূপ অবস্তায় থাকলে 'সন্দেহজনক' এবং ১২ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য অনিয়মিত অবস্তায় থাকলে 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

৪. অন্যান্য ঃ

(ক) অসমন্বিত ব্যয়সমূহ (Unadjusted Expenses) ঃ

অগ্রিম প্রদত্ত বেতন-ভাতা, আইন খরচ. বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিবিধ খরচ প্রভৃতি কার্যত সম্পদ না হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। উল্লেখিত সম্পদটিকে সমস্ত ব্যয়সমূহ সৃষ্টির তারিখ হতে ১(এক) বছরের মধ্যে সমন্বয় করা না হলে উক্ত সম্পদকে সরাসরি 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হবে।

(খ) তছরূপকৃত অর্থ ঃ

জালজালিয়াতি, সংগঠিত ডাকাতি, তহবিল তছরূপ প্রভৃতির কারণে "প্রটেস্টেড বিল" (Protested Bills) হিসাব বিকলনপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবায়ন করা হয়ে থাকে। গুণগত মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ করতঃ আদায়ের সম্ভাবনা থাকলে তা 'সন্দেহজনক' এবং না থাকলে 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে উল্লেখিত সম্পদটিকে শ্রেণীকরণ করা হবে।

৫. বিনিয়োগকৃত সম্পদের সুদ হিসাবায়ন ঃ

বিনিয়োগকৃত সম্পদের সুদ হিসাবায়ন বলতে লীজ/মেয়াদি ঋণ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য ঋণের সুদ হিসাবায়নকে বুঝাবে।

- বিশেষ উল্লেখ/নিম্নমান/সন্দেহজনক মেয়াদি ঋণ/লীজ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য ঋণ সুবিধার কোন কিস্তি আদায় না হলেও সুদারোপ করা যাবে, তবে তা "স্তগিত সুদ/অনাদায়ী আসল" হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- কোন মেয়াদি ঋণ বা গৃহায়ন ঋণ 'মন্দ/ক্ষতি' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া মাত্রই উক্ত হিসাবে সুদারোপ স্তগিত থাকবে। উক্ত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করতে হলে, মামলাপূর্ব সময় পর্যন্ত সুদ আরোপ করে সুদাসলের উপর মামলা করতে হবে। উক্তরূপে আরোপিত সুদ 'স্তগিত সুদ/অনাদায়ী আসল" হিসাবে সংরক্ষিত হবে।
- বিরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ সুবিধা, গৃহায়ন ঋণ ও অন্যান্য ঋণের অংশবিশেষ আদায় হলে প্রথমেই অনারোপিত এবং আরোপিত সুদ আদায় করা হবে, অতঃপর 'আসল' সমন্বিত হবে।

৬. প্রভিশন সংরক্ষণ ঃ

প্রভিশন সংরক্ষণ বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত সম্পদ (শ্রেণীবিন্যাসিত বা অশ্রেণীকৃত) এর বিপরীতে উক্ত বিনিয়োগের শ্রেণীবিন্যাস মানের বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণকে বুঝাবে। বিনিয়োগের মান অনুযায়ী প্রভিশন সংরক্ষণের হার নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক)	স্ট্যান্ডার্ড	(Standard)	ঃ	১%
(খ)	বিশেষ উল্লেখ	(Special Mention Account)	ঃ	৫%
(গ)	নিম্নমান	(Sub-standard)	ঃ	২০%
(ঘ)	সন্দেহজনক	(Doubtful)	ঃ	৫০%
(ঙ)	মন্দ/ক্ষতি	(Bad/Loss)	ঃ	১০০%

শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভিশন ঃ বিনিয়োগ হিসাবে স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন দফাসমূহের মধ্যে সরকার কর্তৃক

অনুমোদিত সিকিউরিটিজ বাদে অন্যান্য সিকিউরিটিজসমূহ যেমন ঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির গুণগত মূল্যায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সূত্র তারিখে বর্ণিত সিকিউরিটিজসমূহের বাজার মূল্য বুক-ভ্যালু অপেক্ষা কম হলে বিনিয়োগের আকস্মিক মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এরূপ বিনিয়োগকে সরাসরি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত না করে বুক-ভ্যালু ও বাজার মূল্যের পার্থক্যকে বিনিয়োগজনিত ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করে তার সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভিশন ঃ তালিকাভুক্তির বাইরের কোম্পানী (Unlisted Company)-তে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষতির দরূন যদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর মূলধন হ্রাস পায় তবে হ্রাসকৃত মূলধনের ভিত্তিতে নির্ণীত শেয়ারের মূল্যকে বাজার মূল্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং বুক-ভ্যালু ও বাজার মূল্যের পার্থক্যকে বিনিয়োগজনিত ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করে তার সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রভিশনের ভিত্তি ঃ বিরূপ শ্রেণীবিন্যাসিত (নিম্নমান, সন্দেহজনক এবং মন্দ/ক্ষতি) মেয়াদি ঋণ/লীজ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য সম্পদের এর বকেয়া স্থিতি হতে 'স্থগিত সুদ/অনাদায়ী আসল' হিসাবের স্থিতির সুদের অংশ বিয়োজন ও উপযুক্ত জামানতের মূল্য বিয়োজনপূর্বক নিরুপিত স্থিতির উপর প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ উল্লেখ হিসাব (SMA) খেলাপী ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং বিশেষ উল্লেখ হিসাবের বকেয়া স্থিতি হতে 'স্থগিত সুদ/অনাদায়ী আসল' হিসাবের স্থিতির সুদের অংশ বিয়োজনপূর্বক নিরুপিত স্থিতির উপর প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

উপরোল্লিখিত 'উপযুক্ত জামানত' এর সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত জামানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

- ঋণের/লীজের বিপরীতে লিয়েনকৃত আমানতের ১০০%;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লিয়েনকৃত সরকারী বন্ড/সঞ্চয়পত্র মূল্যের ১০০%;
- সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত গ্যারান্টির ১০০%;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে রক্ষিত সহজে বিপণনযোগ্য পণ্যের বাজারমূল্যের ৫০%;
- জামানতকৃত জমি ও ইমারত এর বাজারমূল্যের ৫০%;
- স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত যেকোন শেয়ার সিকিউরিটিজ এর বাজার মূল্যের ৫০% অথবা অভিহিত মূল্যের ৫০% এর মধ্যে যা কম;
- লীজ আমানত, আগাম জমাকৃত লীজ-কিস্তি, আংশিক জমাকৃত লীজ-কিস্তি।

৭. তথ্যাদি প্রেরণ ঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লীজ/মেয়াদী ঋণ/গৃহায়ন ঋণ/অন্যান্য সম্পদ শ্রেনীবিন্যাস ও প্রভিশন সংক্রান্ত তথ্যাদি অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রণীত FICL Form-1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6[30] অনুযায়ী প্রেরণ করবে।

[30] এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২০ আগষ্ট, ২০০৬

পুনঃতফসিলীকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ০৫ মার্চ, ২০০৭।

ঋণ/লীজ, অগ্রিম, অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদি পুনঃতফসিলীকরণ ঃ

- নিম্নোক্ত হারে নগদ পারিশোধের পর ঋণ/লীজ পুনঃতফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে ঃ[৩১]

পুণঃতফসিলীকরণের ধাপ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন	মোট বকেয়ার	ন্যূনতম নগদ পরিশোধ (ডাউন পেমেন্ট)
১ম বার	১৫%	১০%	দুয়ের মধ্যে যা কম
২য় বার	৩০%	২০%	দুয়ের মধ্যে যা কম
দুয়ের অধিক	৫০%	৩০%	দুয়ের মধ্যে যা কম

  - অযৌক্তিকভাবে বারবার কোন হিসাব পুনঃতফসিলীকরণ করা হলে গুণগতমানের ভিত্তিতে ঋণ/লীজ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে।
  - পুনঃতফসিলীকৃত ঋণ/লীজ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবিতে রিপোর্ট করার সময় মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করতে হবে।
  - পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

- প্রত্যেক মাসের পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লীজ হিসাবসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়।

[৩১] এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ০৫ মার্চ, ২০০৭

অবলোপন সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ১৫ মার্চ, ২০০৭।

ঋণ/লীজ, অগ্রিম, অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদি অবলোপন ঃ[৩২]

১. মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত এবং ১০০% প্রভিশন সংরক্ষিত আছে এরূপ ঋণ/লীজ অবলোপনযোগ্য এবং অবলোপনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

২. অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং কোন ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা না হলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

৩. অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ সংক্রান্ত মামলা তদারকি বা অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ আদায়ের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

৪. অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ এর হিসাব একটি পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং বার্ষিক রিপোর্ট/স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ও চলতি বছরে অবলোপনকৃেত ঋণ/লীজ এর পরিমাণ পৃথকভাবে Notes to the accounts এ দেখাতে হবে।

৫. অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ গ্রহীতা, খেলাপী ঋণ/লীজ গ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে।

৬. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ/লীজ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭. প্রতি মাসের অবলোপনকৃত ঋণ/লীজ হিসাবের একটি বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

[৩২] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ১৫ মার্চ, ২০০৭

সিআইবি রিপোর্ট সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ২০০১,

২. এফআইডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ২৯ জুন, ২০০২।

সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ প্রসঙ্গে ঃ[৩৩]

ক. কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে যাতে কোনরূপ ঋণ/লীজ বা কোন ধরণের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে[৩৪] যে কোন ধরণের ঋণ/লীজ বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের পূর্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণতথ্য (সিআইবি রিপোর্ট) সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

খ. কোন প্রতিষ্ঠানকে বৃহদাঙ্ক (সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের ৩০% এর ঊর্ধ্বে) ঋণ/লীজ বা অন্য কোন ধরণের আর্থিক সুবিধা প্রদানের পূর্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সম্পর্কে সর্বশেষ সিআইবি রিপোর্টসহ অনাপত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে।

[৩৩] এফআইডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ২৯ জুন, ২০০২

[৩৪] এফআইডি সার্কুলার নং-১৩, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ২০০১

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ (CRR) ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর দফা ৫,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ০৬ নভেম্বর, ২০০৩,
৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০০৪।

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ (CRR) ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) প্রসঙ্গে ঃ[৩৫]

০১। মেয়াদী আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের মোট দায়-এর ৫% হারে তরল সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) করতে হবে। তন্মধ্যে মোট মেয়াদী আমানতের ২.৫% নগদ রিজার্ভ (CRR) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে, যা তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। গ্রাহকের নিকট থেকে মেয়াদী আমানত ব্যতীত অন্যান্য আমানতের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা নেই। এ শ্রেণীর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের এ ধরণের মোট দায়-এর ২.৫% হারে তরল সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক ২.৫০%[৩৬] হারে CRR সংরক্ষণ করতে পারবে এ শর্তে যে, কোন দিনই এই সংরক্ষণের পরিমাণ ২.০০% এর কম হবে না।

০২। তরল সম্পদ হিসাবায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নগদ স্থিতি (বাংলাদেশী মুদ্রা ও নোট), বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি, অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থিতি, প্রদত্ত কলমানি, দায়মুক্ত বাংলাদেশ ট্রেজারি বিল, প্রাইজ বন্ড, সঞ্চয়পত্র, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে অনুমোদিত যে কোন খাতের সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হবে।

০৩। রক্ষিতব্য ন্যূনতম তরল সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/কর্জ (যদি থাকে), গৃহীত কলমানি, লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শিত আকলন স্থিতি (Credit Balance) মোট দায়-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

০৪। মোট মেয়াদী আমানতের ২.৫% হারে নগদ রিজার্ভ (CRR) হিসাবায়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হতে গৃহীত মেয়াদী আমানত (TDR/FDR) ও ঋণ/লিজের বিপরীতে গৃহীত সিকিউরিটিজজনিত জামানত ও অন্যান্য মেয়াদী আমানত অন্তর্ভূক্ত হবে। "জনসাধারণ" বলতে Individual Public এবং যে কোনরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)।

০৫। নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিস-এর সাথে একটি চলতি হিসাব সংরক্ষণ করবে। উক্ত হিসাবের জমার উপর কোন প্রকার সুদ প্রদেয় হবে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অন্যান্য লেনদেনও উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারবে।

০৬। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন মাসের সকল সপ্তাহান্তের (অর্থাৎ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের) স্থিতির গড়কে ভিত্তি ধরে প্রয়োজনীয় নগদ রিজার্ভ ও তরল সম্পদ পরবর্তী মাসে সংরক্ষণ করতে হবে। নগদ রিজার্ভ ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তৎপরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) এ দাখিল করতে হবে।

০৭। বিবরণী দাখিলে বিলম্বের জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

০৮। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তরল সম্পদ সংরক্ষণ (CRR) এ ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ঘাটতির জন্য এক শতাংশ হারে উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে। উক্ত দন্ডের বিধানটি নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ (CRR) এ ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

[৩৫] এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ০৬ নভেম্বর, ২০০৩

[৩৬] এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০০৪

কল মানি সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৮ জুন, ২০০৫।

কল মানি ঃ[৩৭]

১. "Net Asset" বলতে "Total Asset - Current Liability" কে বোঝাবে।

২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের স্থিতিপত্রের ভিত্তিতে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করবে এবং এর ভিত্তিতে Net Asset নির্ধারণ করবে। নির্ণীত Net Asset কে ভিত্তি ধরে কলমানি মার্কেট হতে ঋণ নেয়ার সীমা নির্ধারণ করবে। ৩০ জুন ভিত্তিক নির্ণীত Net Asset কে ভিত্তি ধরে ১ আগস্ট হতে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত এবং ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক নির্ণীত Net Asset কে ভিত্তি ধরে ১ ফেব্রুয়ারী হতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কলমানি মার্কেট হতে ঋণ (Net Asset এর সর্বোচ্চ ১৫%) গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত হিসাব বিবরণীগুলো যথাক্রমে ৩১ জুলাই ও ৩১ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৩. কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিবরণী দৈনিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে। প্রতি পূর্ণ কার্যদিবসে বিকাল ২-০০ টা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-০০ টা এর মধ্যে বিশেষ বার্তাবাহক অথবা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে উক্ত বিররণীর একটি কপি ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ও একটি কপি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

[৩৭] এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ০৮ জুন, ২০০৫

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) সম্পর্কিত নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. এফআইডি সার্কুলার নং-১০, তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২১ জুন, ২০১০,
৩. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৪, তারিখ ৬ এপ্রিল, ২০১১।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) প্রসঙ্গে ঃ[৩৮]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মূখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Core Risk Management) সংক্রান্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চারটি মূখ্য ঝুঁকিসহ পাঁচটি ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন রয়েছে। এগুলো হলো–

- *Credit Risk Management (CRM)*
- *Asset-Liability Managerment (ALM)*
- *Internal Control and Compliance (ICC)*
- *IT Secutiry Risk* [৩৯]
- *Environmental Risk Management*[40]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত গাইডলাইনসমূহের উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব গাইডলাইন প্রস্তুত করবে।

[৩৮] এফআইডি সার্কুলার নং-১০, তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

[৩৯] এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২১ জুন, ২০১০

[৪০] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৪, তারিখ ৬ এপ্রিল, ২০১১।

অন্যান্য নীতিমালা

সূত্র ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৬,
২. এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ২৭ মার্চ, ২০০১,
৩. এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ৩০ জুন, ২০০৩,
৪. এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ১১ জুলাই, ২০০৫,
৫. এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১৮ জুলাই, ২০০৬,
৬. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯,
৭. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ০৮ মার্চ, ২০১০,
৮. ডিওএস সার্কুলার নং-১, তারিখ ২১ এপ্রিল, ২০১০,
৯. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ২২ আগস্ট, ২০১০,
১০. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ০৭ ডিসেম্বর, ২০১০,
১১. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৬, তারিখ ২৬ জুলাই ২০১১,
১২. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৭, তারিখ ৩১ জুলাই ২০১১,
১৩. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৮, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১,
১৪. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৯, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১,
১৫. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৩, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১,
১৬. ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১,
১৭. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৬, তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১১,
১৮. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৯, তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১১,
১৯. ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২১, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০১১।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয়াবলীর উপর নিয়মাচার ঃ[৪১]

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর আমানত/ঋণ গ্রহণ

১. কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য কোন ঋণ/আমানত গ্রহণ করবে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ কিংবা আমানতের ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস হবে এবং ঐ সকল ঋণ/আমানত কেবল মাত্র মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধ্য হবে। তবে, জনসাধারণের নিকট হতে গৃহীত মেয়াদি আমানত ন্যূনতম ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর আমানতকারীর অনুরোধক্রমে মেয়াদ পূর্তি-পূর্ব নগদায়ন (Premature Encashment) করার সুযোগ প্রদান করা যাবে। অর্থাৎ মেয়াদি আমানতের মেয়াদকাল (ছয় মাস বা তদূর্ধ্ব) যাই হোক না কেন কমপক্ষে ছয় মাসের আগে তা ভাঙ্গানো যাবে না।[৪২]

২. (২)আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একক ব্যক্তির নিকট থেকে কোন উর্ধ্বসীমা ব্যতিরেকেই ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে; তবে গৃহীত ঋণ/আমানতের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রমিসরি নোট (Promissory Note) এর বিপরীতে ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে এবং উহার ধারকগণ ঐগুলি অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাট্টা (Discount) করে নগদ প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেয়াদি আমানত রশিদ (Term Deposit Receipt) এর বিপরীতে ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে। তবে ঐগুলি হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable instrument) না হওয়ায় বাট্টা (Discount) করা যাবে না। মেয়াদি আমানত রশিদ-এর ক্ষেত্রে ধারকগণের নিকট হতে এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা নিতে হবে যে, তারা অন্যূন ছয় মাস মেয়াদ পূর্তির পূর্বে তা ভাঙ্গাবে না।

৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমেও তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের নিকট থেকে ফি/চার্জ/কমিশন ইত্যাদি আদায়[৪৩]

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিপরীতে চার্জ/ফি/কমিশন আরোপ/আদায় যৌক্তিককরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনীয়ঃ

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঋণ/লীজের বিপরীতে আরোপিত সুদসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের বিপরীতে আরোপিত ফি/চার্জ/কমিশনের পূর্ণ তালিকা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শন এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
২. ঋণ/লীজের বিপরীতে আরোপিত সুদ এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপিত ফি/চার্জ/কমিশন এর হার/পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরীপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. ঘোষিত/প্রকাশিত তালিকায় উল্লিখিত হার/পরিমাণের চেয়ে বেশি হার/পরিমাণে কোন সুদ/ফি/চার্জ/কমিশন আরোপ/আদায় করা যাবে না।
৪. কোন ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকে অন্য কোন ফি/চার্জ/কমিশন আরোপ/ আদায় করা যাবে না।
৫. ঋণ/লীজ অন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের জন্য কোন রকম ফি/চার্জ/কমিশন আদায় করা যাবে না।

[৪১] এফআইডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ ৩০ জুন, ২০০৩

[৪২] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ০৮ মার্চ, ২০১০

[৪৩] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ০৭ ডিসেম্বর, ২০১০

৬. গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত ঋণ/লীজ মেয়াদপূর্তির পূর্বে পরিশোধের ক্ষেত্রে বকেয়া ঋণ/লীজের ২% এর অধিক Early Settlement Fee বা অনুরূপ কোন ফি আদায় করা যাবে না।
৭. কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি ও চেক ফেরৎ (Cheque Dishonour) ফি নামে কোন চার্জ/কমিশন আদায় করা যাবে না।
৮. প্রতিষ্ঠান কর্তক ঘোষিত ফি/চার্জ/কমিশনের তালিকা নিয়মিতভাবে জুন ও ডিসেম্বর ষান্মাসিক ভিত্তিতে যথাক্রমে পরবর্তী জুলাই ৩১ ও জানুয়ারী ৩১ এর মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৯. বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঘোষিত/প্রকাশিত ফি/চার্জ/কমিশন এর হার/পরিমাণ পর্যালোচনাপূর্বক তা যৌক্তিককরণের বিষয় বিবেচনা করবে।

(গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক লীজ/ঋণ সুবিধা প্রদান

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা তারা তাদের ব্যবসায়িক কৌশল বিবেচনায় রেখে নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে।
২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একক ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর অনুকূলে লীজ/ ঋণ সুবিধা মঞ্জুরীর বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর ১৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে।

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত এবং লীজ/ঋণের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তক প্রদেয়/ধার্যকৃত সুদের হার

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত এবং প্রদত্ত লীজ/ঋণের সুদের হার নিজেরাই নির্ধারণ করবে।
২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত লীজ/ঋণের ক্ষেত্রে একই খাতের লীজ/ঋণ গ্রহীতাদের তুলনামূলক ঝুঁকির বিবেচনায় লীজ/ঋণের উপর আরোপিত সুদের হারের তারতম্য সর্বাধিক ৩% পর্যন্ত হতে পারবে।

(ঙ) গৃহীত ঋণ/আমানত এবং প্রদত্ত লীজ/ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি

বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত/লীজের উপর প্রদেয়/ধার্যকৃত সুদের হিসাবায়ন পদ্ধতিসমূহ, যেমন-(১) সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারের প্রয়োগ, (২) সুদ আরোপের ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) (৩) নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল সুদের হারের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে সকল ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে তাদের দ্বারা অনুসৃত নীতি আমানতকারী বা লীজ/ঋণ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(চ) জনস্বার্থে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়াবলী

১. কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নামের সাথে কিংবা তাদের কার্যক্রমের পরিধিতে নিজেদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতির সুযোগ থাকে এমন কোন নামকরণ বা কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।
২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের লেনদেনের জন্য কোন ক্যাশ কাউন্টার খুলতে পারবে না। তাদের সমুদয় নগদ লেন-দেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। পেটি ক্যাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ছোট ছোট নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলির আলোকে গৃহীত/প্রণীত নীতিমালা ষান্মাসিক ভিত্তিতে (প্রতিবছর জানুয়ারী ও জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে) মহা-ব্যবস্থাপক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বরাবরে প্রেরণ করবে। গৃহীত/প্রণীত নীতিমালায় কোন পরিবর্তন আনা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতঃ[৪৪]

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত ফরম ও নির্দেশনায় উল্লেখিত "ব্যাংক কোম্পানী" এবং "ঋণ ও অগ্রীম" শব্দাবলী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাক্রমে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" এবং "ঋণ, অগ্রীম ও লীজ" শব্দাবলীর দ্বারা প্রতিস্থাপন করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত প্রথম তফসিল এর নির্দেশনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় আর্থিক বিবরণী প্রচার করাসহ কোম্পানীর ওয়েবসাইটে এ বিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

শেয়ারে বিনিয়োগঃ[৪৫]

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শেয়ারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ উহার পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের ২৫ শতাংশের (বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে অনধিক ৫০ শতাংশ) বেশি হবে না। উক্ত সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগ থাকলে তা ডিসেম্বর ২০১২ এর মধ্যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে, বর্তমান বিনিয়োগ কোনক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।[৪৬]

উৎসে আয়কর কর্তন ঃ[৪৭]

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান/লীজিং কোম্পানী/হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত আমানতের সুদ অথবা মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে ১-৭-২০০৫ হতে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

এছাড়াও, আমানত এবং ঋণ/লীজ এর উপর সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে ৩৬০ দিনে বছর গণনা করতে হবে[৪৮]।

বিবরণী দাখিল ঃ[৪৯]

সকল প্রকার বিবরণী দাখিলের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে প্রতিটি বিবরণীর ক্ষেত্রে জমা দেয়ার স্বাভাবিক সময়সীমার পরের দিন হতে বিবরণীর দাখিলের দিন পর্যন্ত (ছুটির দিনসহ) দৈনিক ১০০ টাকা হারে অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হবে।

শীর্ষ-১০ খেলাপী ঋণ/লীজ গ্রহীতাঃ[৫০]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের মধ্যে শীর্ষ-১০ খেলাপী ঋণ/লীজ গ্রহীতা সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে।

[৪৪] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯

[৪৫] আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৬

[৪৬] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১।

[৪৭] এফআইডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ১১ জুলাই, ২০০৫

[৪৮] এফআইডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ১৮ জুলাই, ২০০৬

[৪৯] এফআইডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ২৭ মার্চ, ২০০১

[৫০] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৮, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১

অর্থ ঋণ আদালত ও অন্যান্য আদালতে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলা ঃ[৫১]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ষান্মাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের মধ্যে অর্থ ঋণ আদালত ও অন্যান্য আদালতে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে।

Liquidity Profileঃ[৫২]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যেক মাসান্তের ৭(সাত)[৫৩] কর্মদিবসের মধ্যে Liquidity Profile সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে।[৫৪]

Deferred Tax হিসাব[৫৫]

আর্থিক বিবরণীতে 'Deferred Tax Asset' ও Deferred Tax Liability সংক্রান্ত হিসাব অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেক্কেউ নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেয়া হলো ঃ-

১) ঋণ, লীজ বা বিনিয়োগ এর বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের উপর ভিত্তি করে 'Deferred Tax Asset'-recognize করা যাবে না;

২) বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের উপর আয়কর আইন অনুযায়ী ভবিষ্যতে আয়কর সুবিধা পাওয়া যাবে সে সমস্ত বিষয়ের উপর 'Deferred Tax Asset'-recognize করা হলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ (ভিত্তি, পরিমাণ ও সমন্বয়ের সময়) আর্থিক বিবরণীর Notes to the accounts এ উল্লেখ করতে হবে; বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এ যে সমস্ত বিষয়ের উপর Deferred Tax Liability হিসাব recognize করার কথা উল্লেখ রয়েছে সে সমস্ত বিষয়ের উপর আবশ্যিকভাবে তা recognize করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই Deferred Tax Asset ও Deferred Tax Liability কে নীট করে Statement of Financial Position এ দেখানো যাবে না;

৩) আয়কর সংস্থান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যমান সকল আইন-কানুন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক আয়কর সংক্রান্ত হিসাবায়ন আর্থিক বিবরণীর Notes to the accounts এ উল্লেখ করতে হবে এবং

৪) উপরোক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে মুনাফা ও সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করে দেখানো যাবে না ।

Stress test ঃ[৫৬]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্ট (Stress test) করে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করতে হয়।

[৫১] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৯, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১

[৫২] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৬, তারিখ ২৬ জুলাই ২০১১

[৫৩] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৬, তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১১

[৫৪] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২১, তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০১১

[৫৫] ডিএফআইএম সার্কুলার নং-৭, তারিখ ৩১ জুলাই ২০১১

[৫৬] ডিওএস সার্কুলার নং-০১, তারিখ ২১ এপ্রিল, ২০১০

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের Corporate Social Responsibility (CSR) কার্যক্রম ঃ[৫৭]

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে CSR কার্যক্রমে অবদান ও অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষান্মাসিক ভিত্তিতে CSR কার্যক্রমের বিবরণীর সাথে gender equality-বিষয়ক Performance Indicators সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল করে থাকে।[৫৮]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ সেল ঃ[৫৯]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে "অভিযোগ সেল" স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে।[৬০]

বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন ঃ

এসইসি (SEC) এর Asset backed Security Issue Rules, 2004 এর Section B(IV) অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Securitization এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

১৬ জুলাই, ২০০৩ এর SR0 No. ২১১-Law/২০০৩/৩৯৩-VAT এবং ০৯ আগস্ট, ২০০৩ এর SRO No. ২৪৩-Law/2003/Income Tax অনুযায়ী বন্ড সিকিউরিটাইজেশনের ক্ষেত্রে Special Purpose Vehicle (SPV) গঠন এর পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি বা "No Objection" গ্রহণ করতে হবে।

Mortgage Backed Securitization (MBS) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক একটি গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ড (জিরো কুপন বন্ড, Asset Backed Securitization Bond, Mortgage Backed Securitization Bond ইত্যাদি) ইস্যুর আবেদন পর্যালোচনা এবং অনাপত্তি প্রদান করা হয়;

বন্ড ইস্যুর আইনগত/বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও ক্ষেত্র বিশেষে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন হতে সংগৃহীত তহবিলের বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ ঃ

- বিদ্যমান পরিশোধ,
- প্রাতিষ্ঠানিক মেয়াদি আমানত পরিশোধ,
- বিদ্যমান অন্যান্য এর দায় পরিশোধ,
- ব্যবসা সম্প্রসারণ ও নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ।

[৫৭] ডিওএস সার্কুলার নং-০১, তারিখ ১ জুন ২০০৮।

[৫৮] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-২, তারিখ ৯ জানুয়ারী ২০১২।

[৫৯] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৩, তারিখ ২ আগষ্ট ২০১১

[৬০] ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৯, তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১১।